দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 5 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

17

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনের দরবার হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে চ্যান্সেলারের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

চ্যান্সেলর পুরস্কার বিতরণ

শ্রম ও মেধাই দারিদ্র মোচন করতে পারেঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ বলেছেন, মেধা, কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যমই দারিদ্রের বিষচক্র ভাঙ্গার চাবিকাঠি। তিনি বলেন শিক্ষা হচ্ছে প্রগতির অপরিহার্য অঙ্গ এবং এই শিক্ষাই আশি ভাগ সমস্যার সমাধানে সহায়ক হতে পারে।

বাসসর খবর প্রেসিডেন্ট বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রী অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারকারী মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চ্যান্সেলর পুরস্কার প্রদানকালে এ কথা বলেন।

বঙ্গভবনের দরবার হলে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বেগম রওশন এরশাদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট এ কে এম নুরুল ইসলাম, স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, উপপ্রধানমন্ত্রীগণ, মন্ত্রিবর্গ, সংসদ সদস্য এবং পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ডিগ্রী অনার্স পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 5 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

দারিদ্র মোচন করতে পারে

(প্রথম পৃঃ পর)

অধিকারী ছাত্রছাত্রীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষার উপর তাঁর সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আরোপের কথা উল্লেখ করে বলেন তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, দু হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে আমরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তিনি উল্লেখ করেন মেধার কোন বিকল্প নেই। আমাদের সম্পদের অভাব নেই। আমাদের রয়েছে উর্বরা জমি ও বিপুল জনশক্তি। এ অবস্থায় আমরা কেন দরিদ্র বা অনুন্নত থাকব তার কোন কারণ নেই।

প্রেসিডেন্ট অতীতের স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করেন যখন শিক্ষা, জ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশের সুনাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করে বলেন, আমরা যদি নতুন করে উদ্যোগী হই, দেশ ও জনগণকে ভালবাসি তাহলে নিশ্চিতভাবেই হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারব।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আত্মনির্ভরতা স্বাধীনতার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য অপরিহার্য। অনুরূপভাবে আমাদের নিজস্ব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং নিজেদের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উপর আস্থাবোধ আত্মনির্ভরতা অর্জনের পূর্বশর্ত।

তিনি বলেন, মেধা ও প্রতিভার দিক থেকে আমাদের সন্তানরা অন্যদের সমকক্ষ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুবার তারা নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পেলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। আমাদের সন্তানদের এই সুযোগ-সুবিধা দেয়া আমাদের দায়িত্ব।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি বার বার বলে আসছি যে ছাত্ররা জাতির জন্য ভবিষ্যতের বিনিয়োগ। তাদেরকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। ছাত্রদের রাজনীতিতে ব্যবহার করলে দেশ ও জনগণের ক্ষতি হবে।

তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষাজীবন হচ্ছে জ্ঞানার্জন এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার সময়। তিনি বলেন এক শ্রেণীর রাজনীতিক যারা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে এনে দেশের সীমাহীন ক্ষতি করছে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সকল দেশপ্রেমিক শক্তির একাট্টা হওয়া উচিত।

তিনি আরও বলেন, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের চেয়ে দেশ বড়। আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজনীতি করতে পারি না। কারণ তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

ছাত্রদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট বলেন, তোমরা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার, তোমরা শিক্ষার বিশুদ্ধতা, শিক্ষার মান ও আদর্শের প্রতীক। তোমরা আমাদের সম্ভাবনা। শিক্ষাজীবনে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে তোমরা জাতির আত্মাকে সমৃদ্ধ কর, আত্মবিশ্বাস ও মানবতার বিকাশ নিশ্চিত করে তোল।

ছাত্রদেরকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রসার ঘটানোর পরামর্শ দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, এই আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না বরং দেশ ও জনগণের কল্যাণমুখী হতে হবে। তোমাদের সাফল্যের পেছনে সমাজের অবদানের কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রতিভার আলাদা কোন সত্তা নেই। বরং তোমাদের প্রতিভা গোটা জাতির সম্মিলিত শ্রম ও উদ্যোগের ফসল। এই কারণেই দেশ ও সমাজের প্রতি তোমাদের অঙ্গীকার থাকতে হবে। দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জনগণের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করেই তোমরা তোমাদের সাফল্যকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পার। একই সঙ্গে শিক্ষার আলোয় গোটা দেশকে আলোকিত করে তোলার প্রচেষ্টাও তোমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

প্রেসিডেন্ট সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিকে নজর রাখতে ছাত্রদের সামাজিক দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

দেশের প্রতিভাবান ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, তাদের মধ্যেই তিনি দেশের উজ্জল ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য উজ্জল ভবিষ্যত রচনায় আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী কঠোর পরিশ্রম করছি। তেমনি ভবিষ্যত নেতৃত্ব গ্রহণের পর তোমাদেরকেও ভাবী বংশধরদের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য জাতীয় ছাত্র পরিষদের প্রশংসা করে প্রেসিডেন্ট বলেন, আলাপ-আলোচনা করে ছাত্রদের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা এবং কর্মশিবিরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য ছাত্রদের একটি ফোরাম দেবার লক্ষ্যেই এই পরিষদ গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্ট করে পরিষদের তৎপরতা আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলরের উপদেষ্টা ও ছাত্র পরিষদের সমন্বয়কারী রফিকুল হক হাফিজও বক্তৃতা করেন।

গতকালের অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রী অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারকারী ১৯৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী আজ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম কুড়িটি স্থান অধিকারকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবেন। এ বছর মোট ৩৬২ জন ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষায় তাদের কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে।

জাতীয় ছাত্র পরিষদ ১৯৮৪ সালে চ্যান্সেলর পুরস্কার চালু করে।

পরে প্রেসিডেন্ট বঙ্গভবনে সবুজ চত্তরে ছাত্রদের সঙ্গে চা চক্রে মিলিত হন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেন। সাফল্যের স্বীকৃতি লাভের জন্য ছাত্রদের আনন্দ ও গৌরবদীপ্ত দেখাচ্ছিল।